রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, জুন ২৫, ২০০৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

মুদ্রণ ও প্রকাশনা শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ ঃ ২৯ নভেম্বর ২০০৬

নং ৩৬-(আঃমুঃপ্রঃ) (বিঃ)/সম-১পবিবো-২৯/২০০৩(অংশ-২)।– সরকার, কার্যবিধিমালা, ১৯৯৬ এর প্রথম তফসিল (বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং বিভাগের মধ্যে কার্যবন্টন) এর আইটেম ৩০ এর ক্রমিক ৭ ও ১০ এবং মন্ত্রিপরিষদের বিগত ৩-৭-২০০০ইং তারিখের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের নিমিত্ত, ইংরেজীতে প্রণীত পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড অধ্যাদেশ, ১৯৭৭ এর নিম্নরূপ বাংলা অনুবাদ সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করিল।

মোঃ আনোয়ার হোসেন
সহকারী সচিব।

মূল্য ঃ টাকা ৬.০০

(মূল ইংরেজী ভাষ্য হইতে অনুদিত বাংলা পাঠ)

পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড অধ্যাদেশ, ১৯৭৭
১৯৭৭ সনের ৫১ নং অধ্যাদেশ
পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রণীত অধ্যাদেশ

যেহেতু, বাংলাদেশে পল্লী বিদ্যুতায়নের উদ্দেশ্যে একটি বোর্ড প্রতিষ্ঠা করা এবং দেশের পল্লী-অর্থনীতি উন্নয়নের উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ শক্তির কার্যকর ব্যবহারের ব্যবস্থা করিবার লক্ষ্যে বিধান করা সমীচীন;

সেহেতু, এক্ষণে, রাষ্ট্রপতি ২০ আগস্ট, ১৯৭৫ ও ৮ নভেম্বর, ১৯৭৫ তারিখের ফরমান অনুসারে এবং এতদুদ্দেশ্যে তাহাকে প্রদত্ত সকল ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি, নিম্নরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারী করিলেন ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম।**—এই অধ্যাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড অধ্যাদেশ, ১৯৭৭ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই অধ্যাদেশে,—

(ক) **"বোর্ড"** অর্থ ধারা ৩ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড;

(খ) **"চেয়ারম্যান"** অর্থ বোর্ডের চেয়ারম্যান;

(গ) **"সদস্য"** অর্থ বোর্ডের একজন সদস্য এবং চেয়ারম্যানও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন;

(ঘ) **"নির্ধারিত"** অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীন প্রণীত বিধিমালা দ্বারা নির্ধারিত;

(ঙ) **"পল্লী এলাকা"** অর্থ পৌর এলাকাভুক্ত নহে এমন এলাকা এবং এতদুদ্দেশ্যে সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা সরকার কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত এইরূপ কোন পৌরসভা বা পৌরসভাভুক্ত এলাকা ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(চ) **"সমিতি"** অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীন গঠিত এবং বোর্ড কর্তৃক নিবন্ধিত পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি।

৩। **বোর্ড প্রতিষ্ঠা।**—(১) এই অধ্যাদেশ প্রণয়নের পর সরকার যথাশীঘ্র সম্ভব সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড নামে একটি বোর্ড প্রতিষ্ঠা করিবে।

(২) বোর্ড একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং এই অধ্যাদেশের বিধানাবলী ও তদধীনে প্রণীত বিধিমালা সাপেক্ষে, ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার ও হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে, এবং বোর্ড ইহার নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং উক্ত নামে উহার বিরুদ্ধেও মামলা করা যাইবে।

৪। **প্রধান কার্যালয়, ইত্যাদি।**—(১) বোর্ডের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে।

(২) বোর্ড প্রয়োজন মনে করিলে এইরূপ অন্যান্য স্থানে কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে।

৫। **বোর্ডের গঠন**।—(১) নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে বোর্ড গঠিত হইবে, যথা ঃ—

(ক) সরকার কর্তৃক নিযুক্ত একজন চেয়ারম্যান;

(খ) সরকার কর্তৃক নিযুক্ত চারজন সার্বক্ষণিক সদস্য;

(গ) বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের প্রতিনিধিত্বকারী, উক্ত বোর্ড কর্তৃক মনোনীত একজন খন্ডকালীন সদস্য;

(ঘ) বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের প্রতিনিধিত্বকারী, উক্ত কর্পোরেশন কর্তৃক মনোনীত একজন খন্ডকালীন সদস্য;

(ঙ) বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশনের প্রতিনিধিত্বকারী, উক্ত কর্পোরেশন কর্তৃক মনোনীত একজন খন্ডকালীন সদস্য;

(চ) সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রমের প্রতিনিধিত্বকারী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক মনোনীত একজন খন্ডকালীন সদস্য ।

(২) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত শর্তসাপেক্ষে চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্যগণ অফিসে দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৩) শুধু বোর্ডের কোন সদস্যের শূন্যতা বা গঠনতন্ত্রের কোন ত্রুটিজনিত কারণে বোর্ডের কোন আইন বা কার্যধারা বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে না।

৬। **চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্যের কার্যাবলী**।—(১) চেয়ারম্যান বোর্ডের একজন সার্বক্ষণিক কর্মকর্তা ও নির্বাহী প্রধান হইবেন।

(২) চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ, বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত বা সময়ে সময়ে নির্দেশিত ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্যাবলী সম্পাদন করিবেন।

৭। **বোর্ডের সভা**।—(১) বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে, স্থানে ও পদ্ধতিতে বোর্ডের সভা অনুষ্ঠিত হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এতদুদ্দেশ্যে বিধিমালা প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত চেয়ারম্যান যেইভাবে ও যখন আহ্বান করিবেন সেইভাবে বোর্ডের সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(২) অন্যূন তিনজন সদস্যের উপস্থিতিতে বোর্ডের সভার কোরাম গঠিত হইবে।

(৩) বোর্ডের সভায় উপস্থিত সংখ্যা গরিষ্ঠের ভোটের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে এবং সমসংখ্যক ভোটের ক্ষেত্রে যিনি সভাপতিত্ব করিবেন তাহার একটি দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট থাকিবে।

(৪) বোর্ডের সকল সভায় চেয়ারম্যান সভাপতিত্ব করিবেন বা তাহার অনুপস্থিতিতে চেয়ারম্যান কর্তৃক লিখিতভাবে কর্তৃত্বপ্রাপ্ত পূর্ণকালীন সদস্য সভাপতিত্ব করিবেন।

৮। **বোর্ডের কার্যাবলী**।—বোর্ডের কার্যাবলী হইবে ঃ—

(ক) বাংলাদেশের পল্লী এলাকায় বিদ্যুৎ উৎপাদন, পরিচালন, রূপান্তর ও বিতরণ পদ্ধতি স্থাপন।

(খ) অর্থনৈতিক কার্যাদি যথা, কৃষি উন্নয়ন ও পল্লী শিল্প স্থাপন এবং সমাজের অনুন্নত অংশের আয় বৃদ্ধি ও জীবন যাত্রার মানোন্নয়নে সহায়তা প্রদানের জন্য বিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহার বৃদ্ধির উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদানপূর্বক পল্লী উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনে বিদ্যুতের কার্যকর ব্যবহারের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(গ) সরকারের অনুমোদনক্রমে পল্লী বিদ্যুৎতায়নের এবং উহার সহিত সংশ্লিষ্ট কার্য সম্পাদনে সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার এবং সর্বোচ্চ আর্থ-সামাজিক সুবিধা নিশ্চিত করণের নীতি নির্ধারণ;

(ঘ) পল্লী এলাকায় বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা স্থাপন ও সমাজের আর্থ-সামাজিক উন্নতির জন্য দ্রুত বিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহারের সুবিধার্থে জরিপ চালানো এবং সম্ভাব্যতা যাচাই সাপেক্ষে পরিকল্প গ্রহণ;

(ঙ) সরকারের অনুমোদনের জন্য প্রতিবেদন ও পরিকল্প পেশ এবং অনুমোদিত পরিকল্প বাস্তবায়ন;

(চ) বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড ও অন্যান্য সংস্থার বৈদ্যুতিক ব্যবস্থাদিসহ উহার সহিত সংশ্লিষ্ট পরিসম্পদ দায় ও উহাদের তদারকির ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ছ) প্রকল্প বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনা এবং সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে সম্ভাব্য বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীগণকে নিয়মিত ও অনিয়মিত গ্রুপ যথা, পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, বৈদ্যুতিক ও অন্যান্য সমবায় সমিতি, বিদ্যুৎ সমিতি, এসোসিয়েশন ও কোম্পানীকে সংগঠিতকরণ;

(জ) বোর্ডের সংগে নিবন্ধীকরণ ও তাহাদের কার্যাবলীর ধরণ নির্ধারণের জন্য সমিতি ও অন্যান্য বিভাগসমূহের জন্য উপ-আইন প্রণয়ন;

(ঝ) উহার কার্যক্রম পরিচালনায় পুঁজি গঠনের উদ্দেশ্যে সরকার ও অন্যান্য সংস্থা বা ব্যক্তির নিকট হইতে মঞ্জুরি গ্রহণ ও ঋণ উত্তোলন;

(ঞ) কোন সমিতি বা অন্য কোন গোষ্ঠীকে নির্ধারিত শর্তাধীনে অনুমোদিত পরিকল্প বাস্তবায়ন, পূর্তকর্ম ও সেবাসমূহ পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য অগ্রিম প্রদান এবং বিদ্যুৎ সংযোগ গ্রহণ ও বিদ্যুৎ শক্তির উৎপাদনমুখী ব্যবহারের জন্য উহার সদস্যগণকে উপযোগী করিয়া তুলিতে তাহাদেরকে ঋণ প্রদান;

(ট) বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত শর্তের অধীনে সম্পাদিত পরিকল্প পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য কোন সমিতি বা অন্য গোষ্ঠীর নিকট হস্তান্তর;

(ঠ) পল্লী বিদ্যুতায়ন কর্মসূচী এবং ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট কার্যসমূহ প্রস্তুত, বাস্তবায়ন, পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য কার্যকর কর্মসূচী সংগঠিত করণ;

(ড) বোর্ড এবং উহার নিবন্ধনকৃত সমিতি ও অন্যান্য গোষ্ঠী, শাখা কর্তৃক অনুসরণীয় কার্যের মান, যন্ত্রপাতি পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ, ক্রয় ও গুদামজাতকরণ, কর্মচারী ও অর্থ প্রশাসন এবং ব্যবস্থাপনার অন্যান্য দিকের মান নির্ধারণ, মূল্য নিরূপণ ও ঋণ প্রশাসনের জন্য নীতি নির্ধারণ;

(ণ) পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রমে সরকারী সংস্থা, আগ্রহী বেসরকারী সংস্থা এবং স্থানীয় প্রশাসন ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা করা এবং পল্লী শিল্প স্থাপন, সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ ও নিস্কাশনে সহায়তা প্রদান এবং বিদ্যুতের বাণিজ্যিক ও গৃহস্থালী ব্যবহার বৃদ্ধিকরণের উদ্যোগ গ্রহণ;

(ত) উহার কার্যাবলী সুষ্ঠভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি প্রস্তুতকরণসহ যে কোন ব্যবসায় অংশ গ্রহণ এবং অন্যদের সহিত সমঝোতা ও চুক্তিবদ্ধ হওয়া;

(থ) ইহার কর্মসূচী এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে কার্যকারিতা যাচাইয়ের জন্য গবেষণা ও মূল্যায়ন;

(দ) এই অধ্যাদেশের অধীন ইহার কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য বোর্ড প্রয়োজন ও সমীচীন মনে করিলে এইরূপ অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণ এবং এইরূপ অন্যান্য ক্ষমতা প্রয়োগ করিবে।

৯। **বিদ্যুৎ সরবরাহ সংক্রান্ত বিধানাবলী।**—আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহাই থাকুক না কেন, বোর্ড—

(ক) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত শর্তে যে কোন বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে এবং পরিচালনা করিতে বা উহা পরিচালনার জন্য যে কোন সমিতির নিকট হস্তান্তর করিতে পারিবে;

(খ) সমিতিসমূহের নিকট হস্তান্তরকৃত বিতরণ ব্যবস্থার পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মান নির্ধারণ করিতে পারিবে;

(গ) বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এবং সরকারের সংগে চুক্তির মাধ্যমে যে কোন বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী স্টেশন যাহা কোন ব্যক্তি বা সত্তা দ্বারা পরিচালিত তাহাদের নিকট হইতে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্য ও শর্তে বিদ্যুৎ সরবরাহ গ্রহণ করিবে (তৃতীয় সংশোধনী*);

(ঘ) সমিতির সদস্যগণের নিকট বিদ্যুৎ বিক্রয়ের জন্য সমিতি এবং অন্যান্য গোষ্ঠী কর্তৃক ধার্যকৃত বিদ্যুতের মূল্যহার অনুমোদন করিবে এবং উহা করিবার কালে লক্ষ্য রাখিবে যে, ঐ মূল্যহার দ্বারা সমিতিসমূহ বা অন্যান্য শাখাসমূহ যেন অন্ততঃ অর্থায়ন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ও সম্পদের অবচয়ে ব্যয়িত অর্থ আদায় করিতে পারে।

৯(এ)। **কতিপয় বিদ্যুৎ পদ্ধতির পরিচালনা ইত্যাদি প্রসংগে বিশেষ বিধান।**—এই অধ্যাদেশ বা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহাই থাকুক না কেন, কোন পল্লী এলাকায় বোর্ড কর্তৃক বিদ্যুৎ উৎপাদন, পরিচালন, সঞ্চালন বা বিতরণ পদ্ধতি স্থাপনের পর ঐ পল্লী এলাকা পৌরসভার অন্তর্ভুক্ত হইলে অনুরূপ স্থাপিত পদ্ধতিতে বোর্ড কর্তৃক উৎপাদন, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার কার্য এইরূপে চলিতে থাকিবে যেন ঐ এলাকা পৌরসভার অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। (প্রথম সংশোধনী*)।

১০। **বোর্ডের অনুমতি পত্রের অধিকারী হওয়া।**—বিদ্যুৎ আইন, ১৯১০ (১৯১০ সনের ৯নং আইন) এর উদ্দেশ্যে বোর্ড অনুমতি প্রাপ্ত হিসাবে গণ্য হইবে এবং উক্ত আইনের অধীন অনুমতি প্রাপ্ত সকল ক্ষমতা তাহার থাকিবে ও দায়িত্ব বর্তাইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত আইনের ধারা ৩ হইতে ১১ ও ধারা ২১ এর উপ-ধারা (২) ও (৩) ও ধারা ২২, ২৩ ও ২৭ অথবা তফসিলের দফা ১ হইতে ১২, এ অনুমতি পত্রের অধিকারীর কোন দায়-দায়িত্ব বোর্ডের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাইবে না।

১১। **কর্মকর্তা নিয়োগ, ইত্যাদি।**—(১) বোর্ড যেইরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ শর্তে ইহার কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগ করিতে এবং অনুরূপ পরামর্শক, উপদেষ্টা, নিরীক্ষক ও ঠিকাদার নিয়োগ করিতে পারিবেঃ

তবে শর্তে থাকে যে, সরকারের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে বোর্ড কোন পদ সৃষ্টি করিতে পারিবে না।

(২) বোর্ড অন্য সংস্থা হইতে প্রেষণে কর্মকর্তা বা অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে এবং ইহার নিজস্ব কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে অন্য সংস্থায় প্রেষণে প্রেরণ করিতে পারিবে।

১২। **পাওনা অর্থ আদায়**।—এই অধ্যাদেশের অধীন কোন ব্যক্তির নিকট হইতে বোর্ড বা সমিতিসমূহের যে কোন পরিমাণ অর্থ পাওনা থাকিলে উহা পাবলিক ডিম্যান্ড হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

১৩। **তহবিল**।—(১) পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড তহবিল নামে একটি তহবিল গঠিত হইবে যাহা বোর্ডে ন্যস্ত হইবে এবং বোর্ডের চেয়ারম্যান, সদস্যগণ, কর্মকর্তাগণ ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ও অন্যান্য পারিশ্রমিকসহ এই অধ্যাদেশের আওতায় সংশ্লিষ্ট কার্যাবলীর জন্য বোর্ড খরচ করিতে পারিবে।

(২) পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের তহবিলে জমা হইবে—

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান ;

(খ) সরকার হইতে প্রাপ্ত ঋণ ;

(গ) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(ঘ) সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে বাংলাদেশের বাহিরের কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত অনুদান ও ঋণ ;

(ঙ) বিদ্যুতের বিক্রয়লব্ধ অর্থ; এবং

(চ) বোর্ড কর্তৃক অন্যান্য প্রাপ্ত অর্থ।

১৪। **ধার করিবার ক্ষমতা**।—সরকারের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য সাধনকল্পে কার্যসম্পাদন করিতে অথবা তৎকর্তৃক প্রাপ্ত ঋণ পরিশোধের জন্য অর্থ ধার করিতে পারিবে।

১৫। **বাজেট**।—সরকারের নির্দেশ মোতাবেক প্রত্যেক অর্থ বৎসরের প্রারম্ভে বোর্ড সরকারের অনুমোদনক্রমে প্রত্যেক বৎসরের জন্য সরকার কর্তৃক নির্দেশিত ফরমে প্রাক্কলিত আয় ও ব্যয় এবং ঐ অর্থ বৎসরে সরকারের নিকট হইতে সম্ভাব্য অর্থ প্রাপ্তির বিবরণসহ বাজেট পেশ করিবে।

১৬। **নিরীক্ষা ও হিসাব**।—(১) সরকার কর্তৃক নির্দেশিত পদ্ধতি ও ফরমে বোর্ড উহার হিসাব সংরক্ষণ করিবে।

(২) মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ (অতঃপর এই ধারায় মহাহিসাব নিরীক্ষক হিসাবে উল্লিখিত) যেইরূপ পদ্ধতিতে উপযুক্ত মনে করিবেন সেইরূপ পদ্ধতিতে বোর্ডের হিসাব নিরীক্ষিত হইবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীনে নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে মহাহিসাব নিরীক্ষক বা এতদুদ্দেশ্যে তৎকর্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত যে কোন ব্যক্তি বোর্ডের সকল রেকর্ড, বই, দলিলপত্র, নগদ অর্থ, জামানত, ভাণ্ডার ও অন্যান্য সম্পত্তি পরীক্ষা করিতে পারিবেন এবং বোর্ডের চেয়ারম্যান অথবা যে কোন সদস্য, কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

(৪) নিরীক্ষা সমাপনের পর যতশীঘ্র সম্ভব মহাহিসাব নিরীক্ষক তাহার নিরীক্ষা প্রতিবেদন বোর্ডে প্রেরণ করিবেন এবং বোর্ড মতামতসহ উহা সরকারের নিকট প্রেরণ করিবে।

(৫) নিরীক্ষা প্রতিবেদনে উল্লিখিত ত্রুটি বা অনিয়মসমূহ দূরীকরণের জন্য বোর্ড তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ গহণ করিবে।

১৭। **প্রতিবেদন, পেশ ইত্যাদি।**—(১) বোর্ড প্রত্যেক আর্থিক বৎসর শেষে যতশীঘ্র সম্ভব ঐ বৎসরের কার্যক্রমের প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করিবে।

২। বোর্ড সরকারের নির্দেশিত সময় ও বিরতিতে সরকারের নিকট পেশ করিবে।

(ক) সরকারের চাহিদা অনুযায়ী রিটার্নস, হিসাব, বিবরণী প্রাক্কলন ও পরিসংখ্যান;

(খ) সুনির্দিষ্ট বিষয়ের উপর সরকার কর্তৃক আহুত তথ্য ও মতামত;

(গ) পরীক্ষা বা অন্যবিধ প্রয়োজনে সরকারের চাহিদা অনুযায়ী দলিলের কপি।

১৮। **প্রবেশাধিকার।**—(১) চেয়ারম্যান অথবা কোন সদস্য বা এতদুদ্দেশ্যে চেয়ারম্যান কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোন ব্যক্তির সহকারী বা কর্মীসহ বা ব্যতীত যে কোন ভূমিতে প্রবেশ বা প্রবেশাধিকার থাকিবে—

(ক) যে কোন পরিদর্শন, জরিপ, পরীক্ষা, মূল্য নির্ধারণ বা তদন্ত করিতে;

(খ) খনন কাজ বা মৃত্তিকাভ্যন্তরে গর্ত করিতে;

(গ) সীমানা নির্ধারণ ও লাইন বা পূর্ত কর্মের উদ্দেশ্যে;

(ঘ) চিহ্ন স্থাপন ও গর্ত খননপূর্বক অনুরূপ সীমানা নির্ধারণ ও লাইনসমূহ স্থাপন করিতে; অথবা

(ঙ) এইরূপ অন্যবিধ কিছু করিতে।

এই অধ্যাদেশের যে-কোন উদ্দেশ্য পূরণের জন্য প্রয়োজনে অনুরূপ কিছু করা ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ প্রবেশের ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া উক্ত ভূমির দখলদারকে কমপক্ষে চব্বিশ ঘন্টার নোটিশ প্রদান না করিয়া প্রবেশ করা যাইবে না।

(২) উপ-ধারা (১) অনুযায়ী কোন ব্যক্তি কোন ভূমিতে প্রবেশ করিলে, প্রবেশকালে অথবা প্রবেশের পর যতশীঘ্র সম্ভব সকল আবশ্যকীয় ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবেন বা করিতে চাহিবেন, এবং এইরূপ প্রদত্ত বা প্রদান করিতে চাওয়া ক্ষতিপূরণের পর্যাপ্ততা লইয়া কোনরূপ বিবাদ সৃষ্টি হইলে বিষয়টি জেলা প্রশাসকের গোচরীভূত করিতে হইবে এবং তাঁহার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।

১৯। **ভূ-গর্ভস্থ ও ওভারহেড স্ট্রাকচার স্থাপনের ক্ষমতা।**—বোর্ড বিদ্যুৎ পরিচালনা, বিতরণ ও পরিকল্পনা যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য এবং এই অধ্যাদেশের অধীন তাহার অন্যান্য কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য ভূগর্ভে তার, খাম এবং অন্যান্য কাঠামো যথা ঃ খাম, তার, বন্ধনী, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি স্থাপন করিতে পারিবেন।

২০। **বোর্ডের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ।**—এই অধ্যাদেশের অধীন বোর্ডের কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য কোন ভূমি আবশ্যক হইলে উহা জনস্বার্থে আবশ্যক বলিয়া গণ্য হইবে এবং আপাততঃ বলবৎ আইনের অধীনে বোর্ডের জন্য ক্ষেত্রমতে, সরকার বা জেলা প্রশাসক ভূমি অধিগ্রহণ করিতে বা অধিকারে রাখিতে পারিবেন।

২১। **ক্ষমতা অর্পণ**।—বোর্ড সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা নির্দেশ করিতে পারিবে আদেশে নির্দিষ্টকৃত ক্ষমতা এইরূপ অবস্থায় এবং এইরূপ শর্তে, যদি থাকে, প্রয়োগ করিতে পারিবে, ইহা বোর্ডের চেয়ারম্যান অথবা, অনুরূপ সদস্য বা কর্মকর্তা, যাহা উহাতে নির্দিষ্টকৃত আছে তাহার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

২২। **নির্দেশ জারীর ক্ষমতা**।—সরকার, সময়ে সময়ে এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য যেইরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচনা করিবে, এইরূপ নির্দেশনা বোর্ডকে প্রদান করিবে এবং বোর্ড অনুরূপ সকল নির্দেশ প্রতিপালন করিবে।

২৩। **অব্যাহতি**।—এই অধ্যাদেশের আওতায় সরল বিশ্বাসে কোন কিছু করা হইলে বা করিবার অভিপ্রায় পোষণ করিলে বোর্ড, বোর্ডের চেয়ারম্যান বা কোন সদস্য, কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন মোকদ্দমা, অভিযোগ বা অন্যবিধ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে না।

২৩ (এ)। **বোর্ড ইত্যাদিকে দোকান ইত্যাদি হিসাবে ব্যাখ্যা না করা**।—আপাততঃ বলবৎ অন্যান্য আইনে যাহাই থাকুক না কেন, বোর্ড বা সমিতিকে ১৯৬৫ সালে সপস্ এন্ড এস্টাব্লিশমেন্ট আইন (১৯৬৫ সালের ই,পি, আইন VII) বা ১৯৬৫ সালের কারখানা আইন (১৯৬৫ সালের ই,পি,আইন IV) বা ১৯৬৯ সালের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশ (ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশন্স) (১৯৬৯ সালের XXIII) অর্থানুযায়ী "দোকান", "বাণিজ্যিক স্থাপনা", কারখানা বা শিল্প হিসাবে ব্যাখ্যা করা যাইবে না।

২৪। **অবসায়ন**।—স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের অবসায়ন সংক্রান্ত আইনের কোন বিধান বোর্ডের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না, এবং সরকারের নির্দেশ বা সরকার যে পদ্ধতি নির্দেশ করিবে উহা ব্যতীত বোর্ড অবসায়ন করা যাইবে না।

২৫। **বিধিমালা প্রণয়নের ক্ষমতা**।—এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য সরকার সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে বিধিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২৬। **প্রবিধি প্রণয়নের ক্ষমতা**।—এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রবিধি প্রণয়ন প্রয়োজনীয় ও সমীচীন, হয়, তবে এই অধ্যাদেশের বিধিমালার অধীন উহা সম্পন্ন করা সম্ভব না হইলে, এইরূপ ক্ষেত্রে এই অধ্যাদেশ ও বিধিমালা প্রবিধির সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ নহে এইরূপ প্রবিধি সরকারের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে বোর্ড প্রণয়ন করিতে পারিবে।

জিয়াউর রহমান, বি.ইউ.
মেজর জেনারেল
প্রেসিডেন্ট।

ঢাকা;
২৯ অক্টোবর, ১৯৭৭।

এ, কে, তালুকদার
উপ-সচিব।

এ, কে, এম রফিকুল ইসলাম (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আখ্তার হোসেন (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।